

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩

(২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন)

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নিরাপদ ও ন্যায়সঙ্গত অভিবাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন, সকল অভিবাসী কর্মী ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করিবার এবং বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 1990 এবং শ্রম ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক অন্যান্য সনদের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে Emigration Ordinance, 1982 রহিতপূর্বক একটি নূতন আইন প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নিরাপদ ও ন্যায়সঙ্গত অভিবাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন, সকল অভিবাসী কর্মী ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করিবার এবং বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 1990 এবং শ্রম ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক অন্যান্য সনদের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে Emigration Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXIX of 1982) রহিতপূর্বক একটি নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

- ১। (১) এই আইন বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।
- (২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

- ২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—
- (১) “অভিবাসন” অর্থ বাংলাদেশের বাহিরে যে কোন দেশে কোন কাজ বা পেশায় নিযুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে কোন নাগরিকের বাংলাদেশ হইতে বহির্গমন;
- (২) “অভিবাসী” অর্থ বাংলাদেশের কোন নাগরিক যিনি কোন কাজ বা পেশায় নিযুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে বিদেশে গমন করিয়াছেন এবং কোন বিদেশী রাষ্ট্রে অবস্থান করিতেছেন;
- (৩) “অভিবাসী কর্মী” বা “কর্মী” অর্থ বাংলাদেশের কোন নাগরিক যিনি অন্য কোন রাষ্ট্রে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে—

(ক) কর্মের উদ্দেশ্যে যাইবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছেন বা গমন করিতেছেন;

(খ) কোন কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন; অথবা

(গ) কোন কর্মে নিযুক্ত থাকিবার পর বা নিযুক্ত না হইয়া বাংলাদেশে ফেরত আসিয়াছেন;

(৪) “চাহিদা পত্র” অর্থ বিদেশী অথবা বাংলাদেশী নিয়োগকারী কর্তৃক বাংলাদেশী কোন নাগরিকের বিদেশে কোন প্রকল্প, প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তির অধীন কাজের উদ্দেশ্যে নিয়োগের কোন প্রস্তাব বা চাহিদা, যাহা নিয়োগকারী দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভিসা দ্বারা বা অন্য কোনভাবে অনুমোদিত ;

(৫) “নাগরিক” অর্থ Citizenship Act, 1951 (Act No. II of 1951) এবং Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972 (P.O. No. 149 of 1972) অনুযায়ী বাংলাদেশের কোন নাগরিক;

(৬) “নির্ধারিত” অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৭) “নির্ভরশীল” অর্থ অভিবাসীর স্ত্রী/স্বামী এবং মাতা, পিতা, ক্ষেত্রমত, সন্তান, ভাই, বোন বা যাহারা উক্ত ব্যক্তির উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল;

(৮) “নিয়োগকারী” অর্থ বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশি বা বাংলাদেশী নিয়োগকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(৯) “প্রতারণা” অর্থ ঘটনা বা আইন সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত বা দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে কথা, কাজ, আচরণ, লিখিত চুক্তি বা দলিল দ্বারা অন্যকে প্রতারিত বা প্রলুব্ধ বা ভুলপথে পরিচালিত করা, এবং প্রতারণাকারী ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তির অভিপ্রায়কে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত প্রবঞ্চনা এবং Contract Act, 1872 (Act No. IX of 1872) এর section 17 এ “fraud” অভিব্যক্তি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ইহাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১০) “বহির্গমন” অর্থ কোন বাংলাদেশী নাগরিকের দেশের বাহিরে গমন;

(১১) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১২) “বুরো” অর্থ Ministry of Health Population Control and Labour এর স্মারক No. VIII/E-4/76/296, Dated 3-4-1976 দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ বুরো;

(১৩) “বৈদেশিক কর্মসংস্থান” অর্থ বাংলাদেশের বাহিরে কোন নাগরিকের কর্মসংস্থান;

(১৪) “ব্যক্তি” অর্থ কোন ব্যক্তি, কোম্পানী, সমিতি, অংশীদারী কারবার, সংবিধিবদ্ধ বা অন্যবিধ সংস্থা বা উহাদের প্রতিনিধিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৫) “রিক্রুটমেন্ট” অর্থ বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কোন বিদেশী বা বাংলাদেশী নিয়োগকারী কর্তৃক, মৌখিক বা লিখিতভাবে, কর্মী বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ বা প্রচার, পত্র যোগাযোগ এবং অন্য কোন পদ্ধতিতে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া নিয়োগপত্র প্রদান;

(১৬) “রিক্রুটিং এজেন্ট” অর্থ ধারা ৯ এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(১৭) “লাইসেন্স” অর্থ ধারা ৯ এর অধীন রিক্রুটিং এজেন্টকে প্রদত্ত লাইসেন্স।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অভিবাসী কর্মী প্রেরণ, অভিবাসন, ইত্যাদি

অভিবাসী কর্মী প্রেরণের কর্তৃত্ব

৩। (১) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ হইতে কর্মী নির্বাচন ও বিদেশে প্রেরণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ সরকার বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) ব্যুরো, সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা বা কোম্পানী এবং রিক্রুটিং এজেন্ট এই আইনের অধীন রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

অভিবাসন

৪। (১) এই আইনের বিধান অনুসরণ ব্যতিরেকে কোন নাগরিক বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে অভিবাসন করিবেন না অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে অভিবাসন করাইবেন না।

(২) কোন নাগরিকের অভিবাসনের ক্ষেত্রে ধারা ২০ এর অধীন প্রদত্ত ছাড়পত্রসহ নিম্নরূপ দলিল ও কাগজপত্র থাকিতে হইবে, যথা:—

(ক) কোন দেশের সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা কোন রিক্রুটিং এজেন্টের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মে নিয়োগের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত হইবার প্রমাণপত্র এবং ভিসা; অথবা

(খ) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের পক্ষে নিয়োগপত্র অথবা নিয়োগকারী দেশের কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কার্যানুমতিপত্র বা অনাপত্তিপত্র এবং ভিসা।

কতিপয় ব্যক্তির বহির্গমনের ক্ষেত্রে এই আইনের অপ্রযোজ্যতা

৫। এই আইন নিম্নবর্ণিত ব্যক্তির বহির্গমনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা:—

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্ম বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি, যিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে, কর্তব্যপালন, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে অথবা কোন বিদেশী সরকার বা আন্তর্জাতিক বা বহুজাতিক সংস্থার চাকুরীর জন্য বিদেশে গমনকারী;

(গ) কোন বিদেশী সরকার বা আন্তর্জাতিক বা বহুজাতিক সংস্থার চাকুরীর উদ্দেশ্যে স্ব-উদ্যোগে গমনকারী;

(ঘ) বিদেশে চিকিৎসা, ধর্মীয়, ব্যবসা বা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে গমনকারী;

(ঙ) বৈদেশিক কর্মে নিয়োজিত বা বিদেশে বসবাসরত কোন বাংলাদেশী নাগরিকের উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তি; অথবা

(চ) শিক্ষার উদ্দেশ্যে গমনকারী শিক্ষা সমাপনান্তে কোন কর্মে নিয়োজিত হইলে;

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত সাংঘর্ষিক নয় এইরূপ কোন উদ্দেশ্যে গমনকারী।

সমতা নীতির প্রয়োগ

৬। এই আইনের অধীন বৈদেশিক কর্ম সংস্থানের উদ্দেশ্যে কর্মী নির্বাচন বা কর্মী প্রেরণ, অভিবাসী কর্মীর দেশে প্রত্যাগমন এবং এই আইনের অধীন কোন সেবা প্রদান বা কার্য নির্বাহ করিবার ক্ষেত্রে সমতা নীতি অনুসরণ করিতে হইবে, এবং ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ, জন্ম স্থান, ভাষা, বয়স, নৃ-গোষ্ঠী, গোত্র-পরিচয়, রাজনৈতিক মতাদর্শ, পারিবারিক, বৈবাহিক, সামাজিক পরিচয়, আঞ্চলিকতা অথবা অন্য কোন কারণে কোন প্রকার বৈষম্য করা যাইবে না।

বহির্গমনের স্থান

৭। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দিষ্টকৃত বন্দর বা স্থান হইতে বহির্গমন করিতে হইবে।

অভিবাসন সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা

৮। (১) সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন দেশে বাংলাদেশী নাগরিকের অভিবাসন রাষ্ট্র বা জনস্বার্থের পরিপন্থী হইবে অথবা তাহাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হইতে পারে, তাহা হইলে সরকার, আদেশ দ্বারা, উক্ত দেশে অভিবাসনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে।

(২) সরকার, জনস্বার্থে বা মানবসম্পদ রক্ষার্থে, কোন নাগরিক বা কোন শ্রেণীর নাগরিকের অভিবাসনের উপর সাময়িকভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

রিক্রুটিং এজেন্ট, লাইসেন্স, ইত্যাদি

লাইসেন্স

৯। (১) এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্স ব্যতীত কোন ব্যক্তি রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম করিতে পারিবে না।

- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১১-এ কার্যক্রম করিতে আগ্রহী ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত (২) রিকর্ডমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম করিতে আগ্রহী ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ লাইসেন্সের জন্য সরকারের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে এবং ফিসহ আবেদন করিতে হইবে, যথা:—
- (ক) ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি;
- (খ) ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) সহ আয়কর প্রদানের সার্টিফিকেটের সত্যায়িত অনুলিপি;
- (গ) আর্থিক স্বচ্ছতার সপক্ষে ব্যাংক হিসাব বিবরণী;
- (ঘ) পুলিশ প্রত্যয়নপত্র;
- (ঙ) কোম্পানী হইলে, মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন, আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশনের সত্যায়িত অনুলিপি;
- (চ) কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থের অধিক অর্থ গ্রহণ করিবে না মর্মে হলফনামা; এবং
- (ছ) কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে মিথ্যা প্রলোভন বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে না মর্মে অঙ্গিকারনামা।
- (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলি পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় তদন্তপূর্বক সরকার সন্তুষ্ট হইলে, নির্ধারিত জামানত গ্রহণ ও শর্ত সাপেক্ষে, রিকর্ডিং এজেন্ট হিসাবে উক্ত ব্যক্তির অনুকূলে লাইসেন্স মঞ্জুর অথবা আবেদন নামঞ্জুর করিবে।
- (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে আবেদনকারী, নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে সরকারের নিকট উহা পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবে।
- (৫) লাইসেন্স ফি, জামানত এবং ধারা ১১ এর অধীন প্রদেয় নবায়ন ফি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

লাইসেন্স প্রাপ্তির যোগ্যতা

- ১০। (১) কোন ব্যক্তি লাইসেন্স পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—
- (ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;
- (খ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক হন;
- (গ) সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী না হন;
- (ঘ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং উক্ত দেউলিয়াত্বের অবসান না হয়;